জাতীয় মনোসামাজিক কাউন্সেলিং নীতিমালা ২০১৫ (খসড়া)

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচিপত্র

প্রথম ভাগ

১। ভূমিকা ২
২। বর্তমান প্রেক্ষিত ৩
৩। পরিধি..... ৫
৬। লক্ষ্য..... ৬

দ্বিতীয় ভাগ

৭। পারিবারিক জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে মনোসমাজিক কাউন্সেলিং নিশ্চিতকরণ..... ৭
৮। পেশাগত জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে মনোসমাজিক কাউন্সেলিং নিশ্চিতকরণ..... ৯
৯। জনহিতকর/সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিটি পর্যায়ে মনোসমাজিক কাউন্সেলিং নিশ্চিতকরণ..... ১১
১০। সমাজে বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য মনোসমাজিক কাউন্সেলিং নিশ্চিতকরণ..... ১৫
১১। জরুরী প্রয়োজনে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং নিশ্চিতকরণ..... ১৭
১২। যোগাযোগ মাধ্যমে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং নিশ্চিতকরণ..... ১৯
১৩। বাস্তবায়ন কৌশলসমূহ..... ২০
১৪। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা..... ২০
১৫। গবেষণা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন..... ২১
১৬। মনোসামাজিক কাউন্সেলিং নীতি বাস্তবায়নের জন্য অর্থ সংস্থান..... ২১
১৭। আইন ও বিধি বিধান প্রণয়ন..... ২১

জাতীয় মনোসামাজিক কাউন্সেলিং নীতিমালা ২০১৫ (খসড়া)

প্রথম ভাগ

১। ভূমিকা: বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বিশ্বের পর্যায়ে উপনীত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। এতদুদ্দেশ্যে সরকার শক্তিশালী গণতান্ত্রিক সংসদ, জনগণের যথাযথ অংশগ্রহণ এবং ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ, রাজনৈতিক সংস্কৃতির ইতিবাচক পরিবর্তন, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ,নারীর ক্ষমতায়ন ও সম-অধিকার নিশ্চিতকরণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ণের জন্য সক্রিয় এবং উৎপাদনশীল জনগোষ্ঠী একান্ত প্রয়োজন। এর জন্য সকলের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করা আবশ্যক।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে,'রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়ঃ (ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা;(খ) কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া, যুক্তিসঙ্গত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার;(গ) যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার;এবং(ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্থতার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্যলাভের অধিকার। ১৮ অনুচ্ছেদে (১) জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবেন এবং বিশেষতঃ আরোগ্যের প্রয়োজন কিংবা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট অন্যবিধ প্রয়োজন ব্যতীত মদ্য ও অন্যান্য মাদক পানীয় এবং স্বাস্থ্যহানিকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। (২) গণিকাবৃত্তি ও জুয়াখেলা নিরোধের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।[১]

স্বাস্থ্য বলতে ব্যক্তির পরিপূর্ণ শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সুস্থ অবস্থাকে বুঝায়, কোন রোগব্যাধি বা দুর্বলতার অনুপস্থিতিকে নির্দেশ করে না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) মানুষের স্বাস্থ্য বিবেচনায় মানসিক স্বাস্থ্যকে শারিরীক স্বাস্থ্যের সাথে সমান গুরুত্বপূর্ণ বলেবিবেচনা করে থাকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী 'মানসিক স্বাস্থ্য' বলতে এমন এক স্বাভাবিক অবস্থার কথা বলা হয়েছে, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি: (ক) নিজের সম্ভাবনাসমূহ অনুধাবন করতে পারেন; (খ) জীবনের স্বাভাবিক চাপসমূহের সাথে সঙ্গতি

[১] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

রেখে জীবন যাপন করতে পারেন; (গ) উৎপাদনমুখী এবং ফলদায়ক কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারেন এবং (ঘ) তার নিজ এলাকার জনগোষ্ঠীর জন্য কোন না কোন ভাবে অবদান রাখতে সক্ষম থাকেন।[২] তাই শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের সুস্থতার সাথে মনোসামাজিক অবস্থা অঙ্গাঅঙ্গিকভাবে জড়িত। 'মনোসামাজিক'শব্দটি বলতে মূলতঃ কতগুলো মানসিক ও সামাজিক উপাদানের মধ্যে একটি গতিশীল সম্পর্ক বোঝায় যারা ক্রমাগত একে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। 'মনো'বলতে মানসিক অবস্থা, আচরণের এক সমন্বিত রূপকে বুঝায়, যা চিন্তন প্রক্রিয়া, আবেগ-অনুভূতি, প্রত্যক্ষণ, বুদ্ধি ইত্যাদির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। 'সামাজিক' বলতে পারস্পারিক সম্পর্ক ও সামাজিক আচরণ ইত্যাদি সামাজিক উপাদান সমন্বিত রূপকে বুঝায়, যা সামাজিক দক্ষতা, সম্পর্ক স্থাপন ও পারস্পারিক যোগাযোগের দক্ষতা ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। 'মনোসামাজিক কাউন্সেলিং' বলতে মানসিক ও সামাজিক উপাদান সমূহের সমন্বয়ে একটি সেবামূলক ব্যবস্থা, যেখানে মনোবৈজ্ঞানিক নীতিমালা ব্যবহারের ব্যক্তির মানসিক ও সামাজিক গুনাবলীর পৃথক পৃথক ও সামগ্রিক উৎকর্ষতা সাধন ও সমস্যা সমাধনে সহায়তা করাকে বুঝায়।[৩]

মনোসামাজিক কাউন্সেলিং শুধুমাত্র মানসিক সমস্যার জন্যই প্রয়োজন নয়, বরং ইতিবাচক মনোভাব গঠনের জন্যও প্রয়োজন। বিশেষ করে শিশুর মানসিক বিকাশ যথাযথকরণে বাবা-মার দক্ষতা বৃদ্ধি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, কর্মক্ষেত্রে ও পারিবরিক পরিবেশে পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধ ও সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য রাগ নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক যোগাযোগে দক্ষতা বৃদ্ধি, চাপ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি জীবনমুখী দক্ষতা বৃদ্ধিতে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্যক্তির আচরণগত ইতিবাচক পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে সমাজে পিছিয়ে যাওয়া জনগোষ্ঠী, অপরাধ বা নেতিবাচক আচরণের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গকে সমাজিক উন্নয়নের মূলস্রোতের মধ্যে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এছাড়া, যেকোন দূর্ঘটনা পরবর্তী মানসিক আঘাতের প্রভাব নিরাময় করে সুস্থ ও কর্মক্ষম জীবণযাপনে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং একান্ত অপিরহার্য।

পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুর্বণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ভিশন ২০২১ কে যথাযথ বাস্তাবায়নের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের ইতিবাচক মনোভাবের উন্নয়ন সাধন প্রয়োজন। মনোভাব ও আচরণের ইতিবাচক পরিবর্তনে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ভূমিকা অপরিসীম।

২। বর্তমান প্রেক্ষিত: বাংলাদেশে মানসিক স্বাস্থ্য সেবার ধারণাটি খুববেশী প্রচলিত নয়। ২০০৬ সালের জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার যৌথ উদ্যোগে মানসিক সমস্যা সর্ম্পকিত এক

[২] http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs220/en/
[৩] mailto: publication@bcps.org.bd

জাতীয় পর্যায়ের জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ১৬.১% নানাবিধ মানসিক সমস্যায় ভুগে থাকেন।[৪] ঢাকা বিভাগে শিশুদের মধ্যে ১৮.০৪% এর মধ্যে মানসিক সমস্যা রয়েছে।[৫] এই সমস্যার পিছনের কারণগুলোর মধ্যে শৈশবকালীন বিলম্বিত বিকাশ, অপুষ্টি, যথাযথভাবে প্রতিপালনের অভাব, নিরক্ষরতা, আত্মনিয়ন্ত্রণের অভাব, দারিদ্রতা, বেকারত্ব, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা, অপ্রাপ্তি, অসহ্য মানসিক চাপ, মানসিক ও যৌন হয়রানি, সহিংসতা, যৌতুকের চাপ, পরকীয়া প্রেম ও দাম্পত্যকলহ ইত্যাদি। আর এই উপাদানগুলো এক দিকে যেমন মানসিক সমস্যা তৈরী করছে ঠিক তেমনিভাবে বিবিধ সামাজিক ও শারীরিক সমস্যাও বৃদ্ধি করছে। এছাড়া, বর্তমানে মানুষ নানাবিধ শারীরিক সমস্যা যেমন: ডায়বেটিকস, ক্যান্সার, হৃদরোগের সমস্যা, হাপাঁনী, মাইগ্রেনে ভুগে থাকে, আর এর সাথে মানসিক সুস্থ্যতার সম্পর্ক রয়েছে। কারণ একজন ব্যক্তি যখন মানসিক চাপে থাকেন তখন তার শারীরিক সমস্যাগুলো বৃদ্ধি পায়। আবার যখন কোন ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকলে মানসিকভাবেও সে যেমন ভেঙ্গে পরে তেমনি তার পরিবারও মানসিক অশান্তিতে ভুগে। ফলে তাদের মধ্যে বিষন্নতা, দুশ্চিন্তা, আবেগ নিয়ন্ত্রণে অক্ষমতাসহ নানাবিধ মানসিক সমস্যা দেখা দেয়।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও সামাজিক সমস্যা যেমন যৌন হয়রানি, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা, মূল্যবোধের অবক্ষয় বিদ্যমান। বর্তমান সময়ে পত্রপত্রিকা পাতা খুললেই কোন না কোন বিদ্যালয়গামী ছাত্রী অথবা কোন নারী যৌন হয়রানির শিকার হওয়ার ঘটনা যেমন দেখা যায়, তেমনি শারীরিক নির্যাতনের ঘটনাও দেখা যাচ্ছে। নির্যাতনের ফলে অনেক সম্ভাবনাময় মেয়ে শিশু ও নারী মানসিক যাতনা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার মতো পথ বেছে নিচ্ছে অথবা নানাবিধ মানসিক সমস্যায় ভুগে থাকে। আত্মহত্যা ও এর প্রবণতার সাথে মানসিক স্ব্যাস্থ্য ও মানসিক রোগের নিবিঢ় সম্পর্ক। আত্মহত্যারউপর এক গবেষণায় দেখা যায়, আত্মহত্যাকারীদের শতকরা ৯০ ভাগের যেকোন ধরনের মানসিক রোগের সমস্যা ছিল। আত্মহত্যার জন্য সবচেয়ে বেশী দায়ী যে মানসিক রোগ তার নাম বিষন্নতা। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি সবকিছু (নিজের, পরিবেশ ও ভবিষ্যৎ) নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখেন। সবসময় মনে করেন যে এ অবস্থা থেকে তার পরিত্রান নেই। জাতীয় মানসিক স্ব্যাস্থ্য ইনস্টিটিউট, ঢাকা এবং বিশ্বস্ব্যাস্থ্য সংস্থার এক জরিপে দেখা যায় আমাদের দেশে বিষণ্নতার হার ৪.৬%। আমাদের দেশে নারীরাই এই রোগে সবচেয়ে বেশী ভুগে থাকেন কিন্তু উন্নত বিশ্বে বিষন্নতা পুরুষদের বেশী হয়ে থাকে। সামাজিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টারের এক জরিপে দেখা গেছে যে, এই সেন্টারে আগত ২৫ হতে ৩০ বছরের বিবাহিত নারীদের মধ্যে বিষন্নতার হার অবিবাহিতের তুলনায় বেশী।

[৪] জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (২০০৬)
[৫] জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (২০০৬)

বাংলাদেশে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য দক্ষ জনবলের খুবই অভাব রয়েছে। চতুর্থ বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিকাল সম্মেলনের প্লিনারী সেশনে প্রদানকৃত তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে ১১৮ জন মানসিক রোগের ডাক্তার বা সাইকিয়াট্রিষ্ট, ৪৩ জন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, ১৩৮ জন সহকারী ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, ৬১ জন কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট, ৪৯ জন এডুকেশনাল সাইকোলজিস্ট, ১৪৪ জন অকুপেশনাল থেরাপিষ্ট, ৬০ জন স্পিচ থেরাপিস্ট, ৫৫ জন ক্লিনিক্যাল সোস্যালওর্য়াকার এবং ১৫জনের সাইকোথেরাপীর উপর ৬ মাসের প্রশিক্ষণ রয়েছে (আগস্ট, ২০১৪) ।[৬] বাংলাদেশে বেশীরভাগ মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবা রাজধানী কেন্দ্রিক হলেও বর্তমানে সরকারী পর্যায়ে পাবনা মানসিক হাসপাতাল, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এ সেবা বিদ্যমান রয়েছে। এছাড়াও বেসরকারী ও আধা-সরকারী মেডিকেল কলেজসমূহের সাইকিয়াট্রিক বা মনোরোগ বিভাগে মানসিক স্বাস্থ্য সেবা দেয়া হয়ে থাকে। সরকারী পর্যায়ে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সহায়তা প্রদানের জন্য ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার কাজ করে আসছে । যেখানে নারী ও শিশুদের বিভিন্ন মানসিক সমস্যার ক্ষেত্রে বিনামূল্যে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবা দেয়ার পাশাপাশি দক্ষ কাউন্সেলর তৈরীর লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় ।এছাড়াও বেসরকারী পর্যায়ে যেমন আইন ও সালিশ কেন্দ্র, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি, ইনসিডিন বাংলাদেশ এবং এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশনসহ কয়েকটি সংস্থায় মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সহায়তা প্রদান করা হয়।

উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, বড় কলকারখানাতে মনোসামাজিক কাউন্সেলর রয়েছে। যৌন হয়রানীমুক্ত শিক্ষা ও কর্মপরিবেশ তৈরীতে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক ২০০৯ সালের ১৪ মে তারিখে প্রদত্ত নীতিমালার ৫(খ) অধ্যায়ে সচেতনতা ও জনমত সৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রয়োজনীয় কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা চালু করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।[৭]

বাংলাদেশের নাগরিকদের মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা, মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তি এবং মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের অধিকার ও মর্যাদার সুরক্ষা, সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ, সকলের জন্য সহজলভ্য মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি নিশ্চিতকল্পেজাতীয় মনোসামাজিক কাউন্সেলিং নীতিমালা ২০১৫ প্রণয়ন করা আবশ্যক।

৫। পরিধিঃ জাতীয় মনোসামাজিক কাউন্সেলিং নীতিমালা ২০১৫ বাংলাদেশে অবস্থিত মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবা প্রদানকারীসকল পেশাজীবী, সংস্থা এবং বিভাগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এই নীতিমালার ভিত্তিতে মানসম্মত মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এই নীতিমালাতে মনোসামাজিক

[৬] চতুর্থ বাংরাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিকাল সম্মেলন; আগস্ট ২০১৪
[৭] রীট পিটিশন নং ৫৯১৬/২০০৮

কাউন্সেলরের সর্বনিম্ন হতে সর্বোচ্চ পেশাগত দক্ষতা, আচরণগত ও নৈতিক নীতিমালা সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে। মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের স্ব স্ব নীতিমালা জাতীয় মনোসামাজিক কাউন্সেলিং নীতিমালা ২০১৫ এর আঙ্গিকে নির্ধারণ করবে। এরফলে জবাবদিহিতা তৈরী হবে এবং মনিটরিং ব্যবস্থা শক্তিশালী হবে।

৬। লক্ষ্য: জাতীয় মনোসামাজিক কাউন্সেলিং নীতিমালা ২০১৫ নিম্নোক্ত লক্ষ্যের আলোকে প্রণয়ন করা হবে:

৬.১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতি সাধন করার জন্য সমাজের সর্বস্তরের জনগনের ক্ষেত্রে মনোসামাজিক সেবা নিশ্চিত করা।

৬.২ মানসিক ও সামাজিক বিকাশ যথাযথকরণে মাধ্যমে সুষ্ঠু সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে সকলের দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি করা।

৬.৩ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনযাপনে দক্ষতা বৃদ্ধি করে সকল ধরণের সহিংসতা প্রতিরোধ করা।

৬.৪ ব্যক্তিগত সমস্যা নিরসনের মাধ্যমে সমাজে কার্যকর জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হবার জন্য উৎসাহ প্রদান করা।

৬.৫ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ারোধ,আনন্দদায়ক পরিবেশে পাঠ্যদান এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী সুসম্পর্ক নিশ্চিত করা।

৬.৬ কর্মক্ষেত্রে পারস্পারিক পেশাগত সর্ম্পক বজায় রাখার জন্য কার্যকর যোগাযোগ দক্ষতাসহ বিভিন্ন জীবনদক্ষতা সর্ম্পকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ তৈরী করা।

৬.৭ শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে মূল স্রোতে আনার মাধ্যমে জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা।

৬.৮ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মানবসৃষ্ট দুর্যোগ এবং সশস্ত্র সংঘর্ষে ফলে মানসিক ও সামজিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য মনোসামাজিক পেশাজীবীদের দায়িত্ববোধ এবং নেটওর্য়াকিং শক্তিশালী করা।

৬.৯ গণমাধ্যমে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবা সর্ম্পকে সকলের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

দ্বিতীয় ভাগ

৭. পারিবারিক জীবনেরপ্রতিটি পর্যায়ে মনোসমাজিক কাউন্সেলিং নিশ্চিতকরণ

৭.১ পারিবারিক সর্ম্পক:

৭.১.১ বৈবাহিক সর্ম্পকে আবদ্ধ হবার পূর্বে পারস্পারিক বোঝাপরা, বৈবাহিক সর্ম্পকের গুরুত্ব অনুধাবন এবং বিবাহ পরবর্তী জীবন সর্ম্পকে অবগতকরণের জন্য প্রতিটি কমিউনিটিতে বিবাহ নিবন্ধনকারীর সহায়তায় বিবাহপূর্ব কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করা হবে। এলক্ষ্যে বিবাহ নিবন্ধনকার দের বিবাহপূর্ব কাউন্সেলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং গাইডলাইন প্রদান করা হবে।

৭.১.২ দাম্পত্য সমস্যা নিরসন ও সুখী দাম্পত্য জীবন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রতিটি জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ে একজন কর্মকর্তাকে এবং সংশ্লিষ্ট বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধিকে দাম্পত্য কাউন্সেলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং ব্যাবহারিক ম্যানুয়াল প্রদান করবে।

৭.১.৩ পারিবারিক সমস্যা নিরূপন এবং পারিবারিক সর্ম্পক জোড়দারকরণের জন্য পারিবারিক কাউন্সেলিং এর একান্ত প্রয়োজন। যেসকল পরিবারে ক্রনিক মানসিক সমস্যাগ্রস্থ যেমন: সিজোফ্রেনিয়া, বাইপোলার ডিসঅর্ডার, আত্মহত্যাপ্রবণ ব্যক্তি রয়েছে অথবা যেসকল পরিবারে ক্রনিক শারীরিক সমস্যা যেমন: ক্যান্সার আক্রান্ত ব্যক্তি, পক্ষাঘাতগ্রস্থ, পঙ্গু, হৃদরোগী ব্যক্তি রয়েছে; সেসকল পরিবারের সদস্যদের জন্য বিশেষ করে পরিচর্যাকারীর জন্য প্রতিটি মানসিক স্বাস্থ্য সেবা দান কেন্দ্রে, হাসপাতাল এবং উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেয়া হবে। এলক্ষ্যে প্রতিটি জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ে একজন কর্মকর্তা, পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, হাসপাতাল সমাজসেবা কর্মকর্তা এবং স্থানীয় বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধিকে পারিবারিক কাউন্সেলিং বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণ এবং গাইডলাইন প্রদান করা হবে।

৭.১.৪ পরিবারিক জীবনে অনেক সময় অনাকাঙ্খিত ঘটনা যেমন; কোন সদস্যের দুর্ঘটনা বা আকস্মিক গুরুতর অসুস্থতা বা মৃত্যু ঘটে থাকে,ফলে পরিবার সদস্যরা অনেকসময় এই আকস্মিকতার সাথে খাপ খাওয়াতে ব্যর্থ হয় এবং তার মধ্যে অনেক সময় মানসিক সমস্যার বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দিতে পারে। এই শোক ও নিসঙ্গতা কাটিয়ে উঠার জন্য উক্ত সঙ্গীর পাশাপাশি পরিবারের মৃত ব্যক্তির ঘনিষ্ঠজনের ব্যক্তিগত মনোসামাজিক কাউন্সেলিং প্রয়োজন। এলক্ষ্যে প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় হাসপাতাল সমাজসেবা কর্মকর্তা ,স্থানীয় বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধি এবং এলাকার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নেতাকে শোক প্রশমন কাউন্সেলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং গাইডলাইন প্রদান করা হবে।

৭.১.৫ পারিবারিক জীবনে বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা পরিবারের সদস্যদের মনে একদিকে যেমন বিরূপ প্রভাব ফেলে ঠিক তেমনিভাবে পরিবারের যে সদস্যটির জীবনে উক্ত ঘটনাটি ঘটেছে তার মধ্যেও আত্ম গ্লানি ও অপরাধবোধ তৈরী করে। বিবাহ বিচ্ছেদের পূর্বে বিচ্ছেদ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য এবং বিবাহ বিচ্ছেদের পরে ঐ পরিবারে কোন সন্তান থাকলে তার মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করার জন্য মনোসামজিক কাউন্সেলিং সেবা একান্ত প্রয়োজন। এছাড়াও কোন সদস্যর প্রেমিক বা প্রেমিকার ক্ষেত্রে ব্রেকআপ ঘটতে পারে। এক্ষেত্রে জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা এবং সমাজকল্যান কর্মকর্তাকে বিচ্ছেদ এবং মানসিক অবস্থা বিষয়ক মনোসামাজিক কাউন্সেলিং প্রশিক্ষণ এবং গাইডলাইন প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে দক্ষ মানসিক পেশাজীবীর (ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট এবং সাইক্রিয়াটিস্ট) সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

৭.১.৬ গৃহপরিচালিকাকে পরিবারের একজন সদস্য হিসাবে বিবেচনা করে তাদের সাথে পরিবারের সদস্যদের আচরণ কি ধরণের হবে তা সর্ম্পকে অবগত করতে হবে। প্রয়োজনে তাদের শারীরিক ও মানসিক সমস্যা অনুযায়ী মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করতে হবে।

৭.২ মানব বিকাশের প্রতিটি পর্যায়ে মনোসমাজিক কাউন্সেলিং নিশ্চিতকরণ:

৭.২.১ সন্তান জন্মের পূর্বে ও পরবর্তী সময়ে নবজাতক সন্তান লালনপালন সর্ম্পকে এবং সন্তানের সুষ্ঠু বিকাশের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উপাদান সমূহ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য কমিউনিটি ভিত্তিক প্রচারণা পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এলক্ষ্যে প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিক এবং সরকারী হাসপাতালসমূহের কর্মরত নার্স এবং সমাজসেবা কর্মকর্তাকে পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব অর্জণের পূববর্তী ও পরবর্তী কাউন্সেলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং গাইডলাইন প্রদান করা হবে।

৭.২.২ শিশুর বিকাশের বিভিন্ন স্তরে যেমন: নবজাতক, প্রিস্কুল, অতিশৈশব, মধ্য শৈশব এবং প্রান্ত শৈশবকালীন সময়ে তার আচার আচরণ এবং শারীরিক বিকাশ ভিন্ন হয়ে থাকে। পিতামাতা-সন্তান-পরিচর্যাকারীর এবিষয়ে সাম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এলক্ষ্যে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট সময় অন্তর বাবা-মা, শিক্ষার্থীদের জন্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহন করা হবে।

৭.২.৩ বয়ঃসন্ধিকালের সময় ব্যক্তির জীবনে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। এছাড়াও এসময় আবেগীয় অনুভূতিগুলো বেশী হয়ে থাকে বলে এই বয়সটা বেশ সংবেদনশীল। যার ফলে এই পরিবর্তনের সাথে যথাযথভাবে মানিয়ে নেয়ার জন্য বয়ঃসন্ধিকালীণ মনোসামাজিক কাউন্সেলিং একান্ত প্রয়োজন। এছাড়াও ধর্ষণ, যৌন হয়রানি এবং অল্পবয়সে মা হওয়া প্রতিরোধ করার জন্য বয়ঃসন্ধিকালীণ ছেলেমেয়েদের জন্যসেক্স এডুকেশন একান্ত প্রয়োজন। এলক্ষ্যে

প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এই বিষয়ে দক্ষ একজন মনোসামাজিক কাউন্সেলর থাকা বাঞ্ছনীয়।

৭.২.৪ বয়ঃসন্ধিকালীন সময়ে সন্তানরা বেশী মাত্রায় আবেগপ্রবণ হয়ে থাকে, যার ফলে আত্ম-নিধন (Self- Harm) বা আত্মহত্যার প্রবণতা তাদের মধ্যে বেশী লক্ষ্য করা যায়। এই রূপ পরিস্থিতি প্রতিরোধ করার জন্য বাবা-মা, পরিবারের সদস্যবৃন্দ এবং শিক্ষকদেরসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সহজ উপায়ে বয়ঃসন্ধিকালীন সন্তানের সাথে অভিযোজন এর উপর প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন। এলক্ষ্যে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট সময় অন্তর বাবা-মা, শিক্ষার্থীদের জন্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহন করা হবে।

৭.২.৫ পরিবারের প্রবীন সদস্যদের (সিনিয়র সিটিজেন) অনেক বিভিন্ন স্নায়ুবিক জটিলতার কারণে তাদের স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়ে থাকে, বিষন্নতা, রাগ নিয়ন্ত্রণজনিত সমস্যা দেয়া দেয়। আবার পরিবারে যারা সদ্য অবসর গ্রহণ করে তাদের মধ্যে অনেক সময় হীনমন্যতা বোধ বেড়ে যায় এবং তারা ক্রমশ অতি সংবেদনশীল হয়ে পরে। এরফলে পরিবারের অন্য সদস্যরা অনেকসময় বিব্রতকর অবস্থার সম্মূখীণ হয়ে থাকে। এসকল অবস্থাকে প্রতিহত করার জন্য প্রতিটি এলাকাতে কমিউনিটিভিত্তিক মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এলক্ষ্যে প্রতিটি এলাকার বেসরকারী সংস্থার কর্মকর্তা এবং উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাকে কমিউনিটিভিত্তিক মনোসামাজিক কাউন্সেলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

৮. পেশাগত জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে মনোসমাজিক কাউন্সেলিং নিশ্চিতকরণ

৮.১ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

৮.১.১ শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষক-শিক্ষিকা/ কর্মকর্তাদের সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য, শিক্ষকদের মধ্যকার সম্পর্ক উন্নয়ন, ব্যক্তিগত চাপ মোকাবেলার জন্য শিক্ষকদের / কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মনোসামাজিক কাউন্সেলিং নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এলক্ষ্যে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত সমস্যা নিরসনের ক্ষেত্রে সপ্তাহে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পৃথক মনোসামাজিক কাউন্সেলর রাখার উদ্যোগ নেয়া হবে, যার পেশাগত চাপ মোকাবেলা, আচরণগত এবং আবেগীয় সমস্যা নিরসনের উপর পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ এবং সুপারভিশনের সুযোগ থাকবে।

৮.১.২ পিতা-মাতা/অভিভাবকদের সাথে নির্দিষ্ট সময় অন্তর সচেতনতা মূলক কাউন্সেলিং প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রতিটি শিক্ষকের এই বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এলক্ষ্যে প্রতিটি সরকারী এবং বেসরকারী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ও ইনষ্টিটিউটের ক্যারিকুলামে বিকাশ মনোবিজ্ঞান ও সচেতনতামূলক কাউন্সেলিং অর্ন্তভূক্ত করার উদ্যোগ গ্রহন করা হবে। এছাড়াও টিচার্স ট্রেনিং

কলেজ ও ইনষ্টিটিউটের ক্যারিকুলামে কোথায় মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয় এবং আচরণগত সমস্যা মোকাবেলা সর্ম্পকিত বিষয় অন্তভূক্ত করা হবে।

৮.১.৩ প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শির্ক্ষাথী /সমবয়সীদের (Peer) কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেয়া হবে। প্রতিটি ক্লাস হতে একজন করে শিক্ষার্থী নির্বাচন করে পিয়ার কাউন্সেলিং এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এছাড়াও অবশ্যই প্রতিটি ক্যারিকুলামে বিশেষ করে অষ্টম শ্রেণী হতে কৈশোরকালীন সমস্যা এবং তা নিরসনে সহপাঠীদের ভূমিকা অন্তর্ভূক্ত করা হবে। এছাড়াও প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত মানসিক সমস্যা মোকাবেলার জন্য সপ্তাহে নির্দিস্ট সময়ের জন্য একজন করে এডুকেশনাল কাউন্সেলর নিয়োগ করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

৮.১.৪ স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্যদের মানসিক চাপ মোকাবেলা করার জন্য নির্দিস্ট সময় পর মানসিক চাপ মোকাবেলার কাউন্সেলিং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৮.২ কর্মস্থলঃ

৮.২.১ সকল সরকারী ও বেসরকারী এবং স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা, শিল্পকারখানা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা থেকে শুরু করে অধীনস্ত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত ও সামাজিক যোগাযোগ দক্ষতা উন্নয়ন, রাগ নিয়ন্ত্রণ, মানসিক চাপ মোকাবেলা, বার্ন-আউট দূরকরণ ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞ মনোসামাজিক কাউন্সেলর (ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট) এর মাধ্যমে নিদিষ্ট সময় অন্তর কর্মশালা এবং প্রয়োজনে ব্যক্তিগত মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়া হবে। কর্মস্থলে সকলের জন্য প্রনিধানযোগ্য নৈতিক দিকনির্দেশনা প্রণয়ন করা হবে।

৮.২.২ সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর জন্য মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য একজন দক্ষ কাউন্সেলর নিয়োগ করার ব্যবস্থা করা হবে।এলক্ষ্যে স্থানীয়, জেলা এবং জাতীয় পর্যায়ে মানসিক সেবা প্রদান কেন্দ্র যেমন: ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার, নাসিরুল্লাহ সাইকোথেরাপী ইউনিট, বেসরকারী সংস্থা, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, যেকোন সরকারী ও বেসরকারী হাসপাতালের মানসিক স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে প্রতিটি সংস্থার মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগের নেটওয়ার্ক তৈরী করা হবে।

৮.২.৩ প্রতিটি সরকারী ও বেসরকারী সংস্থায় কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগ পরীক্ষাতে সাইকোলজিকাল এ্যাপটিটিউট টেস্ট অন্তর্ভূক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হবে। গুরুত্বপূর্ণ পদের ক্ষেত্রে প্রার্থীর দায়িত্ব ও প্রার্থীর মানসিক অবস্থার মধ্যকার সর্ম্পক নিরূপনের জন্য একজন মনোবিজ্ঞানী অন্তর্ভূক্ত করা হবে।

৮.২.৪ কর্মক্ষেত্রে প্রতিটি কর্মজীবী মাকে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৮.২.৫ শিল্পকারখানা এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মস্থলের বিভিন্ন দিক যেমন: শ্রমিক আচরণ, শ্রমিক আন্দোলন,আকস্মিক দুর্ঘটনা, ব্যবসায়িক ক্ষয়ক্ষতি বা ব্যর্থতা ইত্যাদি সর্ম্পকে সচেতনা বৃদ্ধি এবং যথাযথভাবে খাপখাওয়ানোর জন্য মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাধ্যতামূলকভাবে নির্দিস্ট সময়ের জন্য একজন দক্ষ মনোসামাজিক কাউন্সেলর নিয়োগ করার ব্যবস্থা করা হবে। যিনি ব্যক্তিগত কাউন্সেলিং এর পাশাপাশি দলীয় কাউন্সেলিং প্রদান করা হবে।

৮.২.৬ যেকোন পণ্যের বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে তা যেন শিশু মনে বা মানব মনে বিরূপ প্রভাব না ফেলে বা বাণিজ্যিকীকরণের ক্ষেত্রে নৈতিকতার পরিপন্থী না হয়, সেজন্য প্রতিটি বিজ্ঞাপনের সেন্সরবোর্ডে একজন দক্ষ মনোবিজ্ঞানী নিয়োগ করা হবে।

৮.২.৭ প্রতিটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা-সেবা প্রদানকারী ও সেবাগ্রহণকারীদের জন্য বিদ্যমান ভোক্তা আইনানুযায়ী প্রনিধানযোগ্য নৈতিক দিকনির্দেশনা প্রণয়ন বাধ্যতামূলক করা হবে।

৮.২.৮ ঔষধ বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের জন্য মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করা হবে। ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা- সেবা প্রদানকারী ও সেবাগ্রহণকারীদের জন্য বিদ্যমান ভোক্তা আইনানুযায়ী প্রনিধানযোগ্য নৈতিক দিকনির্দেশনা প্রণয়ন বাধ্যতামূলক করা হবে।

৮.৩ প্রতিরক্ষা বাহিনী, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের কাউন্সেলিং

৮.৩.১ সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী, বিমানবাহিনী, পুলিশ,আনসার, র‍্যাব, বিজিবি, সিআইডি, ডিবি, এসএসএফ-এর সদস্যদের জন্য পেশাগত ও সামাজিক যোগাযোগ দক্ষতা উন্নয়ন, রাগ নিয়ন্ত্রণ, মানসিক চাপ মোকাবেলা, বার্ন-আউট দূরকরণ ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞ মনোসামাজিক কাউন্সেলর (ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট) এর মাধ্যমে নিদিষ্ট সময় অন্তর কর্মশালার আয়োজন করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

৮.৩.২ প্রতিটি প্রতিরক্ষা বাহিনী ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কার্যালয় এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রতিটি প্রশিক্ষণার্থীর ব্যক্তিগত এবং দলীয় মানসিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমপক্ষে একজন করে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট নিয়োগ করার ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

৯. জনহিতকর/সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিটি পর্যায়ে মনোসমাজিক কাউন্সেলিং নিশ্চিতকরণ

৯.১ হাসপাতাল (সরকারী/বেসরকারী)/ মেডিকেল ক্লিনিক/ ডায়াগনোষ্টিক সেন্টার/ প্যালিয়াটিভ কেয়ার

৯.১.১ প্রতিটি সরকারী ও বেসরকারী হাসপাতাল, মেডিকেল ক্লিনিক , ডায়াগনোস্টিক সেন্টার এবং প্যালিয়াটিভ কেয়ারে কর্মরত ডাক্তার, নার্স/ব্রাদারস/সহায়ক স্টাফদের পেশাগত ও সামাজিক

যোগাযোগ দক্ষতা উন্নয়ন, রাগ নিয়ন্ত্রণ, মানসিক চাপ মোকাবেলা, বার্ন-আউট দূরকরণ ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞ মনোসামাজিক কাউন্সেলর (ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট) এর মাধ্যমে নিদিষ্ট সময় অন্তর কর্মশালা এবং প্রয়োজনে ব্যক্তিগত মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

৯.১.২ প্রতিটি হাসপাতালে যে সমাজসেবা কর্মকর্তা রয়েছে তাদেরকে শারীরিক রোগ ও তা নিরাময়ে পরিচর্যাকারীর ভূমিকা বিশেষ কাউন্সেলিং প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা প্রতিটি রোগী এবং রোগীর পরিচর্যাকারীগণ প্রাথমিক মনোসামাজিক কাউন্সেলিং প্রদান নিশ্চিত করবে। প্রয়োজনে হাসপাতালে কর্মরত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট বা হাসপাতাল কাউন্সেলরের কাছে রেফার করতে বাধ্য থাকবে।

৯.১.৩ বার্ণ ইউনিটে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী, হাসপাতালে অবস্থিত লাশঘর, কবরস্থান, শশ্মানে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নির্দিষ্ট সময় অন্তর মানসিক চাপ মোকাবেলা, বার্ন-আউট দূরকরণ ইত্যাদি বিষয়ে কর্মশালা এবং প্রয়োজনে ব্যক্তিগত মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়া হবে। এলক্ষ্যে প্রতিটি বার্ণ ইউনিটে একজন করে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এবং কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট নিয়োগ করা হবে।

৯.১.৪ প্রতিটি প্যালিয়াটিভ কেয়ারে চিকিৎসাধীন সকল রোগীদের এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের মনোবল বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মনোসামাজিক কাউন্সেলিং নিশ্চিত করতে দক্ষ কাউন্সেলর (ক্লিনিকাল সাইকোলজিস্ট / কাউন্সেলর সাইকোলজিস্ট নিয়োগ করা হবে।

৯.২ ধর্মীয় উপাসনালয়

৯.২.১ ধর্মীয় নেতা বা গুরুদের (ইমাম, পুরোহিত, ফাদার) মনোসামাজিক সমস্যা সর্ম্পকে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সামাজিক যোগাযোগ দক্ষতা উন্নয়নের জন্য অভিজ্ঞ মনোসামাজিক কাউন্সেলর (ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট) এর মাধ্যমে নিদিষ্ট সময় অন্তর কর্মশালা এবং প্রয়োজনে ব্যক্তিগত মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

৯.২.২ যেকোন সংকটময় পরিস্থিতিতে যেমন; কোন দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তির পরিবার পরিজন, অথবা বিবাহ বিচ্ছেদের পর ব্যক্তির মানসিক শক্তি বৃদ্ধিতে ধর্মীয় নেতা বা গুরুদের ভূমিকা অপরিসীম। এলক্ষ্যে প্রতিটি ওয়ার্ডের ধর্মীয় নেতাদের জন্য সার্পোটিভ কাউন্সেলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং গাইডলাইন প্রদান করা হবে।

৯.৩ এতিমখানা/ ডে-কেয়ার/ শিশু বিকাশ কেন্দ্র/ ছোটমনি নিবাস/ আবাসিক হোস্টেল

৯.৩.১ প্রতিটি এতিমখানা/ ডে-কেয়ার/ শিশু বিকাশ কেন্দ্র/ আবাসিক হোস্টেল এর ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেশাগত ও সামাজিক যোগাযোগ দক্ষতা উন্নয়ন এবং আচরণ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষ মনোসামাজিক কাউন্সেলর (কিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট) এর মাধ্যমে নিদিষ্ট সময় অন্তর কর্মশালা এবং প্রয়োজনে ব্যক্তিগত মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

৯.৩.২ এতিমখানা/ ডে-কেয়ার/শিশু বিকাশ কেন্দ্র/ আবাসিক হোস্টেল অবস্থানকারীদের উপযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এবং ব্যক্তিগত সমস্যা নিরসনের জন্য মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। এলক্ষ্যে উক্ত স্থানে কর্মরত কর্মকর্তাদের সার্পোটিভ কাউন্সেলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং ম্যানুয়াল প্রদান করা হবে।

৯.৩.৩ এতিমখানায়/ডে-কেয়ার/ শিশু বিকাশ কেন্দ্র/ আবাসিক হোস্টেল অবস্থানকারীদের অভিভাবকদের (যদি থাকে) জন্য মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের জবাবদিহিতা এবং মনিটরিং নিশ্চিত করা হবে।

৯.৪ পথশিশু

৯.৪.১ পথশিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ যথাযথকরণ এবং আচরণগত সমস্যা নিরসণের জন্য সপ্তাহে একদিন গ্রুপ কাউন্সেলিং এবং প্রয়োজনে ব্যক্তিগত কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এলক্ষ্যে প্রতিটি সংস্থায় কাউন্সেলিং এ পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ রয়েছে এমন ব্যক্তিদের মনোসামাজিক কাউন্সেলর হিসাবে নিয়োগ করা হবে। উক্ত কাউন্সেলর নিয়মিতভাবে দক্ষ মনোসামাজিক কাউন্সেলর (কিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট) এর কাছ হতে সুপারভিশন এর ব্যবস্থা প্রদান করা হবে।

৯.৪.২ পথশিশুদের নিয়ে সেকল সংস্থা কাজ করে তাদের কাউন্সেলিং নীতিমালা অনুযায়ী আচার ব্যবহার করতে হবে।

৯.৪.৩ প্রতিটি সংস্থার ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য পৃথক মনোসামজিক কাউন্সেলিংএর ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে; পথশিশুদের প্রতি সমাজের ব্যক্তিদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের জন্য সচেতনতামূলক কাউন্সেলিং প্রশিক্ষণের আয়েজন করতে হবে।

৯.৫ প্রতিবন্ধী

৯.৫.১ শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মূলধারায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে কিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট, স্পিচ এন্ড ল্যাংগুয়েজ থেরাপিস্ট, অকুপেশনাল ,

ডেভলেপমেন্টাল ও ফিজিওথেরাপিস্ট এর সমন্বয়ে একটি টিমের গঠন করা হবে, যারা উক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যাতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্ম নির্ভরশীল হয়ে উঠার সুযোগ পেয়ে থাকে। এছাড়াও তাদের পরিবারের সদস্যদের মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করা হবে, যাতে করে তারা পরিবারের প্রতিবন্দী সদস্যদের সমস্যাগুলো ঠিকমত বুঝতে পারে এবং সহায়তা প্রদান করতে পারে।

৯.৫.২ জাতীয় প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য কাউন্সেলিং এর এর ব্যবস্থা করা হবে।

৯.৫.৩ শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের সমস্যা বোঝা এবং তাদেও প্রতি সঠিক আচরন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করে সেখানকার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করা হবে। সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের জবাবদিহিতা এবং মনিটরিং নিশ্চিত করা হবে।

৯.৫.৪ প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করে যেসব প্রতিষ্ঠান সেসব প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষ্যে ১জন মনোবিজ্ঞানী নিয়োগ বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৯.৬ বৃদ্ধাশ্রম

৯.৬.১ বৃদ্ধাশ্রমের ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বৃদ্ধাশ্রমে অবস্থানকারী ব্যক্তিদের সমস্যা বোঝা এবং সমস্যামূলক আচরণ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। এক্ষেত্রে দক্ষ মনোসামাজিক কাউন্সেলর এর মাধ্যমে সেবা প্রদানকারী ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সুপারভিশন নিশ্চিত করা হবে।

৯.৬.২ বৃদ্ধাশ্রমে অবস্থানকারীদের ব্যক্তিদের তাদের নানা ধরণের সমস্যা নিরসনে, পরিস্থিতির সাথে খাপ খেতে সাহায্য করার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেবা প্রদানকারী ব্যক্তির মাধ্যমে দলীয় কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করা হবে।

৯.৬.৩ বৃদ্ধাশ্রমে অবস্থানকারীদের পরিবারের সদস্যরা যাতে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে যাওয়া তাদের সদস্যদের প্রতি সঠিক আচরন ও দায়িত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করা হবে।

৯.৬.৪ প্রতিটি বৃদ্ধাশ্রমে ন্যূনতমএকজন মনোবিজ্ঞানী নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা হবে।

৯.৭ নিরাপদ হেফাজত কেন্দ্র ও কারাগার

৯.৭.১ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় মেয়েদের জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে নিরাপদ হেফাজত কেন্দ্র এবং প্রতিটি জেলায়কারাগার রয়েছে। এসকল কেন্দ্রে ও কারাগারে অবস্থানকারীদের নানা ধরণের মানসিক সমস্যা নিরসনে, পরিস্থিতির সাথে খাপ খেতে সাহায্য করার জন্য কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করা হবে।

৯.৭.২ প্রতিটি নিরাপদ হেফাজত কেন্দ্র ও কারাগারের কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এখানে অবস্থানকারী ব্যক্তিদের মানসিক সমস্যা বোঝা এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহনের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার হতে সার্পোটিভ কাউন্সেলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং গাইডলাইন প্রদান করা হবে।

৯.৭.৩ সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের পরিবারের সদস্যদের মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করা হবে।

৯.৭.৪ প্রতিটি নিরাপদ হেফাজত কেন্দ্র ও কারাগারের কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং কারারক্ষীদের পেশাগত ও সামাজিক যোগাযোগ দক্ষতা উন্নয়ন, রাগ নিয়ন্ত্রণ, মানসিক চাপ মোকাবেলা, বার্ন-আউট দূরকরণ ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞ মনোসামাজিক কাউন্সেলর (ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট) এর মাধ্যমে নিদিষ্ট সময় অন্তর কর্মশালা এবং প্রয়োজনে ব্যক্তিগত মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

৯.৮ কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র

৯.৮.১ অনুর্ধ ১৬ বছরের অপরাধপ্রবণ, দুর্বিনীত এবং আইন শৃঙ্খলা পরিপন্থী কর্মকান্ডে জড়িত আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু-কিশোরদের চরিত্র উন্নয়ন করে সমাজে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার জন্য টংগী, পুলেরহাটে অবস্থিত কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে এবং কোনাবাড়ীকে অবস্থিত কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রে রয়েছে, সেখানে কমপক্ষে একজন করে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট বা কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট নিয়োগ করা হবে।

৯.৮.২ প্রতিটি কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে ও কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এখানে অবস্থানকারী কিশোর/কিশোরীদের মানসিক সমস্যা বোঝা এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সার্পোটিভ কাউন্সেলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং গাইডলাইন প্রদান করা হবে।

৯.৮.৩ প্রতিটি কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে ও কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং কারারক্ষীদের পেশাগত ও সামাজিক যোগাযোগ দক্ষতা উন্নয়ন, আচরণ ব্যবস্থাপনা, বার্ন-আউট দূরকরণ ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞ মনোসামাজিক কাউন্সেলর (ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট) এর মাধ্যমে নিদিষ্ট সময় অন্তর কর্মশালা এবং প্রয়োজনে ব্যক্তিগত মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

১০. সমাজে বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য মনোসমাজিক কাউন্সেলিং নিশ্চিতকরণ

১০.১ মাদক নিয়ন্ত্রণ

১০.১.১ সমাজে মাদক সর্ম্পকে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য প্রতিটি এলাকাতে যুব সমাজকে একত্রিত করে মাদক বিরোধী মনোভাব গঠনের জন্য বিভিন্ন প্রচারণা ও কমিউনিটি কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করা হবে।

১০.১.২ মাদকসেবনকারীদের জীবনের প্রতি ইতিবাচক ধারণা তৈরী এবং আত্মবিশ্বাস বাড়াতে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং নিশ্চিত করতে প্রতিটি জেলা সদর হাসপাতাল এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একজন করে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট নিয়োগ করা হবে।

১০.১.৩ মাদকসেবনকারীদের পরিবারের সদস্যদের জন্য বিভিন্ন মাদক, এর লক্ষণসমূহ সর্ম্পকে অবগত করে সমস্যা সনাক্ত এবং তা প্রতিহত করার জন্য মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করা হবে। এ লক্ষ্যে প্রতিটি প্রতিটি জেলা সদর হাসপাতাল এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একজন করে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট নিয়োগ করা হবে।

১০.১.৪ বাংলাদেশে বিদ্যমান যেসকল মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র রয়েছে, তার ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সচেতনতা বাড়ানোর জন্য এবং বার্ন আউট ম্যানেজ করার জন্য ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট বা দক্ষ কাউন্সেলরের এর মাধ্যমে নিদিষ্ট সময় অন্তর কর্মশালা এবং প্রয়োজনে ব্যক্তিগত মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়া হবে। সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের জবাবদিহিতা এবং মনিটরিং নিশ্চিত করা হবে।

১০.১.৫ মাদকের কুফল সর্ম্পকে অবগত করার জন্য প্রতিটি এলাকাতে যুব সমাজকে একত্রিত করে মাদক বিরোধী প্রচারণা যেমন: পোষ্টার, লিফলেট সহ কমিউনিটি ভিত্তিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করার মাধ্যমে মাদক ব্যবসায়ীদের মনোভাব পরিবর্তন করা হবে। এলক্ষ্যে প্রতিটি জেলা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ও সমাজকল্যাণ কর্মকর্তাকে কমিউনিটি কাউন্সেলিং কার্যক্রম মনিটর করার দায়িত্ব প্রদান করা হবে।

১০.১.৬ মাদকসেবনকারীদের প্রতি সমাজের ব্যক্তিদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের জন্য এলাকাভিত্তিক বিভিন্ন কর্মশালা, পপুলার থিয়েটারভিত্তিক কার্যক্রমের আয়োজন করা হবে।

১০.১.৭ মাদকাসক্ত রিকোভারীদেরস্বাভাবিক ও সুস্থ ভবিষ্যত নিশ্চিত করার লক্ষ্যেএলাকাভিত্তিক রিকোভারী নিয়ে গ্রুপ কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করা হবে।

১০.২ এইচআইভি পজিটিভ ও এইড্স আক্রান্ত ব্যক্তি

১০.২.১ বাংলাদেশে এইচআইভি টেষ্ট করার যে সকল সংস্থা বিদ্যমান রয়েছে, সেসকলসংস্থায় এই পরীক্ষা করার আগে ও পরে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করা হবে। এলক্ষ্যে প্রতিটি সংস্থায় এইচআইভি কাউন্সেলর নিয়োগ করা হবে, যিনি কি কারণে এইচআইভি হতে পারে এবং এর পরিনতি ও করণীয় কি হবে সে সর্ম্পকে সেবাগ্রহণকারীকে সচেতন করবেন।

১০.২.২ এইইচআইভি পজিটিভ ব্যক্তিদের মনোবল বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য প্রতিটি জেলা সদর হাসপাতালে এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়মিত এইচআইভি কাউন্সেলিং সেবাপ্রদানের ব্যবস্থা করা হবে এবং এইচআইভি কাউন্সেলর নিয়োগ করা হবে।

১০.২.৩ এইইচআইভি পজিটিভ ব্যক্তিদের নিকটাত্মীয়দের জন্য নিয়মিত মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করা হবে। এক্ষেত্রে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে এইচআইভি যাতে পরিবাহিত না হয় এবং এইইচআইভি পজিটিভ এর স্বামী-স্ত্রী এর মধ্যে যেন এইইচআইভি সংক্রামিত না হয় তার জন্য নিয়মিত এইচআইভি কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করা হবে।

১০.২.৪ এইচআইভি পজিটিভ ব্যক্তিদের সেবাপ্রদানকারীদের মানসিক পরিচর্যার জন্য নিয়মিত মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করা হবে।

১০.৩ স্টিগমাটাইজড জনগোষ্ঠী (হিজরা, যৌনকর্মী, সমকামী)

১০.৩.১ সমাজের স্টিগমাটাইজড জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন এবং সুরক্ষার জন্য যেসকল সংস্থা (হিজরা, যৌনকর্মী, সমকামী) রয়েছে, সেসকল সংস্থা কমপক্ষে একজন করে দক্ষ মনোসামাজিক কাউন্সেলর নিয়োগ করা হবে।স্টিগমাটাইজড জনগোষ্ঠীর জন্য প্রতিটি সংস্থায় দক্ষ মনোসামাজিক কাউন্সেলর বা ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এর মাধ্যমে নিদিষ্ট সময় অন্তর কর্মশালা এবং প্রয়োজনে ব্যক্তিগত মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

১০.৩.২ দক্ষ কাউন্সেলর বা ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এর মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য নিদিষ্ট সময় অন্তর কর্মশালা এবং প্রয়োজনে ব্যক্তিগত মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

১০.৩.৩ স্টিগমাটাইজড জনগোষ্ঠীর প্রতি সমাজের ব্যক্তিদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের জন্য এসকল সংস্থা হতে বিভিন্ন প্রচারাভিযান এর আয়োজন করা হবে।

১১. জরুরী প্রয়োজনে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং নিশ্চিতকরণ

১১.১ প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং মানুষের দ্বারা বিপর্যয়

১১.১.১ বাংলাদেশে প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন: সিডর, আইলা, বন্যা, খড়া, নদীভাঙ্গনের মত ঘটনা প্রায়শই ঘটে থাকে। সেজন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় যৌথভাবে দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জনগোষ্ঠী জন্য বিভিন্ন মনোসামাজিক সেবা প্রদানকারী পেশাজীবী যেমন: ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট, সাইক্রিয়াটিস্ট, সাইক্রিয়াট্রিক স্যোসাসাল ওয়ার্কারদের সমন্বয়ে একটি দুযোর্গ ব্যবস্থাপনায় জাতীয় মনোসামাজিক সহায়ক দল গঠন করা হবে এবং তাদের টার্ম অফ রেফারেন্সের আওতায় তার দায়িত্ব বন্টন করা হবে।

১১.১.২ দুযোর্গ ব্যবস্থাপনায় জাতীয় মনোসামাজিক সহায়ক দলের মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকাতে স্থানীয় সাইক্লোন প্রিপেয়াডনেস প্রকল্পের আওতায় নিয়জিত কর্মীবৃন্দকে প্রাথমিক মনোসামাজিক সেবার উপর একটি দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ এবং ম্যানুয়াল প্রদানকরাহবে।

১১.১.৩ দুযোর্গ ব্যবস্থাপনায় জাতীয় মনোসামাজিক সহায়ক দলের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার , দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের দুর্যোগকালীন সময়ে দুর্গতদের সাথে আচরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং একটি আচরণ বিধি ম্যানুয়াল প্রদান করা হবে।

১১.১.৪ স্থানীয় সাইক্লোন প্রিপেয়াডনেস প্রকল্পের আওতায় কর্মীবৃন্দের মাধ্যমে দুর্যোগকালীন সময়ে দুর্যোগ কবলিত ব্যক্তিদের দলীয় কাউন্সেলিং প্রদান করা হবে। প্রয়োজনে ব্যক্তিগত এবং ফার্মকোথেরাপীর জন্য দুযোর্গ ব্যবস্থাপনায় জাতীয় মনোসামাজিক সহায়ক দলের কাছে রেফার করার ব্যবস্থা করা হবে।

১১.১.৫ প্রাকৃতিক দূর্যোগের সময় সেবা প্রদানকারী হিসাবে কাজ করে (যেমন: রিলিফ ওয়ার্কার অথবা উদ্ধারকর্মী) স্থানীয় সেচ্ছাসেবী, সাইক্লোন প্রিপেয়াডনেস প্রকল্পের আওতায় কর্মীবৃন্দের দলীয় সুপারভিশনের আওতায় নিয়ে আসার উদ্যোগ নেয়া হবে । যেখানে তাদের ব্যক্তিগত যত্ন ও কাজের মান নিশ্চিত করা হবে।

১১.১.৬ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরবর্তীতে বিপর্যস্থ এলাকার জনগোষ্ঠীর মানসিক অবস্থা পরিমাপ করা এবং ফলোআপ করার জন্য দলীয় মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।এছাড়াও মানসিক অবস্থা ও চাহিদা পরিমাপ করা চাহিদামত সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা এবং কার্যকরী সেবার মান পরিমাপ করার জন্য গবেষণা পরিচালনা করা এবং দীর্ঘমেয়াদী ফলোআপের (সেবার মান মূল্যায়ন, গবেষণা করা, চাহিদার পরিমাপ করা) ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১১.২ জরুরী সেবা প্রদানকারীদের কাউন্সেলিং

১১.২.১ জরুরী সেবাপ্রদানকারী সংস্থায় (ফায়ার সার্ভিস, আইএফআরসি, ত্রানমন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ আর্মি, ন্যাশনাল ইমারজেন্সী রেসপনস টিম এবং জাতীয় মনোসামাজিক সহায়ক দল) কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মানসিক চাপ মোকাবেলা, বার্ন-আউট দূরীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনে অন্তর দক্ষ মনোসামাজিক কাউন্সেলর (ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট) এর মাধ্যমে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

১১.২.২ জরুরী সেবাপ্রদানকারী সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যেকোন জরুরী মুহূর্তে কর্মব্যস্ত হয়ে থাকে, যারফলে তাদের পরিবারের সদস্যদের সাথে অনেক সময় ভুলবুঝাবুঝি হয়ে থাকে। তাই প্রয়োজনে পরিবারের সদস্যদের সাথে যুগল কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করা হবে।

১২. যোগাযোগ মাধ্যমে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং নিশ্চিতকরণ

১২.১ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

১২.১.১ প্রতিটি ইলেকট্রনিক ও প্রিন্টিং মিডিয়াতে কর্মরত ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এবং সাংবাদিকবৃন্দদের মানসিক চাপ মোকাবেলা, বার্ন-আউট দূরীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অভিজ্ঞ মনোসামাজিক কাউন্সেলর (ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট) এর মাধ্যমে এবিষয়ক কর্মশালা এবং প্রয়োজনে ব্যক্তিগত মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

১২.১.২ সংবাদ মাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকবৃন্দসহ সকল কলা কুশলী প্রতিনিয়ত নানা ধরনের সহিংস ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে থাকে, যা অনেক সময় তাদের মনের উপর আঘাত আনতে পারে। সেজন্য প্রতিটি প্রেসক্লাবে ব্যক্তিগত মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবা নিশ্চিত করার জন্য একজন করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মনোসামাজিক কাউন্সেলর নিযোগ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

১২.১.৩ প্রতিটি ইলেকট্রনিক ও প্রিন্টিং মিডিয়ার জন্য নির্মিত বিজ্ঞাপন চিত্রটি সকল বয়সের জন্য গ্রহণযোগ্য কিনা এবং তা সামাজিক মূল্যবোধের পরিপন্থী কিনা নির্ধারণের জন্য সেন্সরবোর্ডে অবশ্যই একজন দক্ষ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এবং কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট দ্বারা বিজ্ঞ মতামত গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

১২.২ পরিবহন

১২.২.১ আকাশ, সড়ক, রেলপথ এবং জলপথ পরিবহনের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের পেশাগত ও সামাজিক যোগাযোগ দক্ষতা উন্নয়ন, মানসিক চাপ মোকাবেলা,ক্রাইসিস ব্যাবস্থাপনা এবং সেফটি পারসেপশন বিষয়ে কর্মক্ষেত্রে নিয়োগের পূর্বেই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

১২.২.২ প্রতিটি যানবাহনের চালক (পাইলট/ সারেং/ ড্রাইভার) কে তার পেশাগত সনদ প্রদানের পূর্বে প্রদানের ক্ষেত্রে দক্ষতা নিরূপন পরীক্ষা (এ্যাপটিটিউড টেস্ট) দিতে হবে এবং উক্ত পরীক্ষাতে মনোবৈজ্ঞানিক পরীমাপন অর্ন্তভূক্ত করে তার উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা, উদ্বেগ, কোন মানসিক সমস্যা রয়েছে কিনা তা দক্ষ মনোবিজ্ঞানী দ্বারা নির্ধারণ করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

১২.২.৩ যেকোন যানবাহনের যাত্রীদের যাত্রার পূর্বেই নিরাপদ যাত্রায় তাদের করনীয়, গন্তব্যে পৌছাঁনোর ক্ষেত্রে কি কি সমস্যা হতে পারে, যাত্রা পথের বর্ননা এবং যাত্রা পথের দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে তাদের করনীয় কি সে সর্ম্পকে অবগত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে

এবং দক্ষ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এর মাধ্যমে উক্ত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরী করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

১২.২.৪ দূর্ঘটনা পরবর্তী পরিবহনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কর্মচারী ও যাত্রীদের জরুরী ভিত্তিতে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং প্রদানের আয়োজন করা হবে। এজন্য যোগাযোগ মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে একটি ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট সেল গঠন করা হবে, যেখানে কমপক্ষে একজন করে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট এবং দুইজন কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট নিয়োগের ব্যবস্থা করা হবে।

১২.২.৫ ট্রাফিক পুলিশরা প্রতিদিন কঠোর পরিশ্রম করে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এজন্য তাদের মাননসিক সুস্থতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি ট্রাফিক পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে একজন মনোসামাজিক কাউন্সেলর (ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট) এর মাধ্যমে চাপ মোকাবেলা এবং শিথিলায়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রয়োজনে ব্যক্তিগত মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

১৩. বাস্তবায়ন কৌশলসমূহ

১৩.১.১ জন্ম হতে শুরু করে জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে মানসিক বিকাশ যথাযথকরণে পরিবার ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশে পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধ ও সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এতদসংক্রান্ত আইন ও বিধি-বিধানের সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হবে।

১৩.১.২ বাংলাদেশের নাগরিকদের মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা, মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তি এবং মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের অধিকার ও মর্যাদার সুরক্ষা, সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনস্থ দপ্তরসমূহের অবকাঠামোর উন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণের মাধ্যমে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।

১৩.১.৩ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগে উপসচিব ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট ও অন্য একজন কর্মকর্তাকে বিকল্প ফোকাল পয়েন্টের দায়িত্ব প্রদান করা হবে। এসকল কর্মকর্তাবৃন্দ মনোসামাজিক বিষয়ক কার্যক্রম সমন্বয়ের লক্ষ্যে প্রতি ছয়মাস অন্তর মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করবে।

১৪. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যকর পদ্ধতি অনুসরণ ও কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়মিত মূল্যায়ন করা হবে।

১৫. গবেষণা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

বাংলাদেশে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবার উত্তরোত্তর উন্নয়ণের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা, চলমান উদ্যোগসমূহের যথাযথ পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নের নিমিত্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

১৬. মনোসামাজিক কাউন্সেলিং নীতি বাস্তবায়নের জন্য অর্থ সংস্থান

বাংলাদশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় মনোসামাজিক উন্নয়ন একটি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত বিষয় হিসাবে বিবেচিত হবে। এ প্রেক্ষিতে সকল দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনায় সকল নাগরিকের মনোসামাজিক উন্নয়ন এবং মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারের বিষয়সমূহ সুনির্দিষ্টভাবে অন্তর্ভূক্ত করা হবে। এছাড়াও জাতীয় বাজেটে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

১৭. আইন ও বিধি বিধান প্রণয়ন

জাতীয় মনোসামাজিক কাউন্সেলিং নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন, বিধি-বিধান, নির্দেশিকা ইত্যাদি প্রণয়ন করা হবে।